কুষ্টিয়ায় পদ্মা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়লো কুমির

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীতে পদ্মায় মাছ ধরার সময় শরিফুল ইসলাম নামে এক জেলের জালে ধরা পড়েছে একটি বিশালাকৃতির কুমির।

আজ মঙ্গলবার (২৪ ডিসেম্বর) বিকেলে মিরপুর উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের পদ্মা নদী বালির ঘাট থেকে একটি বিশাল আকৃতির কুমির ধরা পড়ে। ১১ ফুট লম্বা আনুমানিক ২৫০ কেজি ওজনের এই কুমিরটি একনজর দেখতে ভিড় করেন উৎসুক এলাকাবাসী।

জেলে শরিফুল ইসলাম জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবারও তিনি নদীতে মাছ ধরতে যান। এ সময় একটি কুমির জালে আটকা পড়লে সঙ্গে থাকা আবজাল ও নুর হোসেনের সহযোগিতায় সেটিকে পদ্মার ডাঙায় তোলা হয়। পরে তারা বন বিভাগে এবং মিরপুর থানায় খবর দেন। কুমিরটির দৈর্ঘ্য ছিল আনুমানিক ১১ ফুট এবং ওজন প্রায় ২৫০ কেজির মতো। এলাকার লোকজন সেটি দেখতে ভিড় করে।

বিষয়টি নিশ্চিত করে মিরপুর উপজেলা বন কর্মকর্তা জুয়েল আহমেদ জানান, বিভাগীয় বন কর্মকর্তার মাধ্যমে আমরা মঙ্গলবার বিকেলে খবর পেয়ে গড়াই নদীতে যায়। সেখানে স্থানীয় এক জেলে মাছ ধরতে গিয়ে তার জালে একটি কুমির ধরা পড়ে। খবর পেয়ে স্থানীয় জনতা ভীড় জমায়। পরে কুমিরটি আমরা উদ্ধার করে রশি দিয়ে বেঁধে রাখি। যাতে কুমিরটির কোন ক্ষতি না হয়।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পদ্মা নদীর গভীরে অবমুক্ত করতে কুমিরটিকে নিয়ে সামাজিক বন বিভাগ কুষ্টিয়ার কর্মকর্তারা রওয়ানা হয়েছে।

এর আগে কুষ্টিয়া শহর সংলগ্ন পদ্মা নদীর শাখা গড়াই নদী কয়েক দিন ধরে একাধিক কুমির দেখা যায়। কুমির দেখতে প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শহরের জুগিয়া ভাটাপাড়া গোরস্তান এলাকায় গড়াই নদীর পাড়ে ভিড় করে স্থানীয় বাসিন্দারা। নদীতে কম পানিতে কুমিরের দেখা পাওয়ায় জেলেরা মাছ ধরতে পানিতে কম নামে।

এদিকে কুমিরদের খাবার দিতে বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ) কুষ্টিয়া শাখার সভাপতি ও পাখিপ্রেমী শাহাব

উদ্দিন নদের চরে ছাগল ও হাঁস-মুরগি দেন। শাহাব উদ্দিন মিলন বলেন, এখন শুষ্ক মৌসুমে নদের পানি শুকিয়ে যাচ্ছে। হয়তো কোনোভাবে কুমির এখানে এসেছে। কিন্তু সে কোনো খাবার পাচ্ছে না। এ জন্য হাঁস, মুরগি ও ছাগল আনা হয়। কুমির সংরক্ষণ করতে হবে।

কুষ্টিয়া বন বিভাগের কর্মকর্তা আতিয়ার রহমান জানান, কুমিরটি উদ্ধার করা হয়েছে। বিকেলে বন বিভাগের পিকআপভ্যানে করে কুমিরটিকে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কুষ্টিয়া বন বিভাগ অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কুমিরটিকে পদ্মা নদীতে অবমুক্ত করা হবে।

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে নিখোঁজ এএসআই মুকুলের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর পদ্মা নদীতে নিখোঁজ আরেক এএসআই মুকুল হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বুধবার সকাল আটটার দিকে পাবনার সুজানগর উপজেলার নাজিরগঞ্জ এলাকায় পদ্মা নদী থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা ফিরোজ আহমেদ বলেন, ‘আজ সকালে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল নদীতে উদ্ধার অভিযান শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তখন কুমারখালীর ওসি ফোন করে জানান, লাশ পাওয়া গেছে। ঘটনাস্থল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে এএসআই মুকুল হোসেনের লাশ ভেসে উঠেছে।

এর আগে গত সোমবার ভোরে উপজেলার বেড় কালোয়া এলাকার দুর্বৃত্তদের হামলায় নৌকা থেকে পদ্মা নদীতে নৌকা থেকে পড়ে কুমারখালী থানার এএসআই সদরুল আলম ও এএসআই মুকুল হোসেন নিখোঁজ হন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে এএসআই সদরুল আলমের লাশ ঘটনাস্থল থেকে দুই কিলোমিটার দূরে ভাসমান অবস্থায় উদ্ধার করেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

এদিকে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার ভোর চারটার দিকে কুমারখালী থানার উপপরিদর্শক (এসআই) নজরুল ইসলামের নেতৃত্বে ছয়জন পুলিশ সদস্য, স্থানীয় দুই ইউপি সদস্য ও দুই মাঝি মিলে পদ্মার ওপারে চরসাদীপুর এলাকায় আসামি ধরতে যাচ্ছিলেন। এ সময় কয়েকটি নৌকার জেলেরা তাঁদের ওপর হামলা চালান। তখন প্রাণ বাঁচাতে দুই পুলিশ সদস্য নদীতে ঝাঁপ দেন।

স্থানীয় লোকজন বলছেন, ভোরে স্থানীয় ইউপি সদস্যদের সহযোগিতায় কয়েকজন পুলিশ সদস্য নৌকা নিয়ে পদ্মা নদীতে যান। এ সময় তাঁরা জেলেদের মাছ লুট করার চেষ্টা করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে বেশ কয়েকটি নৌকার লোকজন তাঁদের ওপর হামলা চালান।

বেড় কালোয়া এলাকার জেলে এজাহার শেখ বলেন, ‘রাতে পদ্মায় ইলিশ ধরছিলাম। সে সময় দুই ইউপি সদস্য ও ছয়জন পুলিশ এসে আমার কাছে থাকা মাছ নিয়ে চলে যান। মাছ নেওয়ার পরে পুলিশ আবার মাছ ধরার অনুমতি দিয়ে চলে যায়।’

বেড় কালোয়া এলাকার জেলেদের নেতা ইয়ারুল ইসলাম বলেন, ‘রোববার দিবাগত রাত তিনটার দিকে স্থানীয় জেলেরা প্রথমে তাঁকে ফোন দিয়ে জানান, নদীতে ঝামেলা হচ্ছে। ইউপি সদস্য ও পুলিশ সদস্যরা এসে জেলেদের কাছ থেকে তেল ও মাছ লুটপাট করে নিয়ে গেছেন। ওই খবর শুনে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এরপর ভোর পাঁচটার দিকে এএসআই সদরুল আমাকে ফোনে বলেন, “ভাই, আমরা বিপদে আছি। সাহায্য করেন।” তখন একটি নৌকায় চারজন গিয়ে এসআই নজরুলসহ চার পুলিশ সদস্য ও দুই ইউপি সদস্যকে উদ্ধার করে নিয়ে আসি। এসআই নজরুলের মাথায় আঘাত ছিল।’

ইয়ারুল ইসলাম আরও বলেন, ‘পুলিশ সাদাপোশাকে ছিল। ইউপি সদস্যরা জেলেদের মাছ, তেল ও টাকা লুটপাট করতে পুলিশ নিয়ে এসেছিলেন। ৩০ থেকে ৪০ জন জেলে ডাকাত ভেবে হামলা চালিয়েছিলেন।’

পুলিশের আসামি ধরতে যাওয়া ও জেলেদের হামলার বিষয় নিয়ে এলাকায় ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, চরসাদীপুরে পদ্মা পাড়ি দিয়ে যেতে এক ঘণ্টা সময় লাগে। পদ্মার ওপারে পাবনা শহরের কাছাকাছি এলাকায় পুলিশ খুব কমই যায়। দিনের বেলা ঘটনা ঘটলে পুলিশ যেখানে যেতে অনীহা দেখায়, সেখানে গভীর রাতে যাচ্ছিল। প্রশ্ন উঠেছে, চরসাদীপুর বা খেয়াঘাট শিলাইদহ ইউনিয়নের কোনো ইউপি সদস্যকে সঙ্গে না নিয়ে দূরের ইউপি সদস্যদের নিয়ে কেন পুলিশ আসামি ধরতে যাওয়ার কথা বলছে। এমনকি আসামি ধরতে গেলে সিভিল

পোশাকে ও অস্ত্র ছাড়াই কেন যাবে?

আবার মৎস্য অফিস সূত্র জানিয়েছে, সোমবার রাতে পদ্মা নদীতে তাদের কোনো অভিযান ছিল না।

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীতে জেলেদের হামলা: দুই এএসআই নিখোঁজ

কুষ্টিয়ার কুমারখালিতে পদ্মা নদীতে পুলিশের ওপর হামলা হয়েছে। এতে আহত হয়েছেন কয়া ইউনিয়ন পরিষদের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ছানোয়ার হোসেন ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আনোয়ার হোসেন। তাঁদের সঙ্গে থাকা পুলিশ সদস্যদের মধ্যে এ এস আই সদরুল আলম ও এ এস আই মুকুল হোসেন নদীতে ঝাঁপ দিলে তাঁরা নিখোঁজ হয়ে যান।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) দিবাগত ভোররাত সাড়ে ৪টার দিকে কুমারখালীর কয়া এলাকায় পদ্মা নদীতে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পুলিশ ও ইউপি সদস্যরা একটি নৌকায় করে অভিযানে বের হলে অবৈধ জাল ফেলে মাছ ধরার সময় তাদের ওপর হামলা হয়। দুর্বৃত্তরা হেলমেট পরে নৌকায় এসে হামলা চালায়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে কুষ্টিয়া পুলিশ সুপার (এসপি) মিজানুর রহমান জানান, রাত তিনটার দিকে কুমারখালী থানা পুলিশের এসআই নজরুলের নেতৃত্বে একটি টিম কুমারখালীর চর সাদীপুর এলাকায় আসামি ধরতে যায়। এসময় কয়া ইউনিয়নের বেড়কালোয়া এলাকার পদ্মা নদীতে আশেপাশে থেকে কয়েকটা নৌকা পদ্মার মাঝখানে ঘিরে ধরে। এসময় নৌকা তিনটা থেকে নৌকাবাহী পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি হয়। এতে কুমারখালী থানা পুলিশের এএসআই সদরুল ও মুকুল নৌকা থেকে পড়ে পদ্মায় নিখোঁজ হন। এ সময় আহত হন- এসআই নজরুল ও স্থানীয় দুই ইউপি সদস্য। নিখোঁজদের উদ্ধার ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা কাজ করছে।

কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দুপুর ১২টার দিকে তারা নিখোঁজ পুলিশ সদস্যদের উদ্ধারে প্রস্তুতি নিতে শুরু

করেছেন। তবে ডুবুরি না থাকায় উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়নি। খুলনা থেকে ডুবুরি দল রওনা দিয়েছে এবং ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে ইলিশ রক্ষায় পদ্মায় নিয়মিত অভিযান অন্যহত থাকলেও জেলেরা নিয়মিত ইলিশ আহরণে নৌকা নিয়ে পদ্মায় অবাধে বিচরণ করে। মাঝে মাঝে অভিযানের সময় মাছ ধরাসহ জেলেদের জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

কুমারখালি উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মাহমাদুল হাসান জানিয়েছেন, গত রাতে কোনো মৎস্য অভিযান ছিল না, তাই পুলিশ কেন সেখানে ছিল তা অজানা।

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীতে বালু উত্তোলনের দায়ে ৪ জনের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে চারজনকে ৩ দিনের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দবির উদ্দিন এ আদালত পরিচালনা করেন।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ষোলদাগ এলাকার ছামেদুল ইসলাম (৪০), একই এলাকার সোহাগ আলী (৩৮) আলমগীর হোসেন (২৭) ও মাহাবুল ইসলাম (৩৭)।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে কিছু অসাধু বালু ব্যবসায়ী অবৈধভাবে পদ্মা নদীর থেকে বালু উত্তোলন করে বিক্রয় করে আসছিল। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করা হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সদর উপজেলার হাটশহরিপুর ইউনিয়নের ভবানীপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে চারজনকে আটক করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইনের ১০ এর (৫) ক ধারায় চার জনকে ৩ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে আসামিদের জেলা কারাগারে পাঠানো হয়।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পদ্মা নদীতে গোসলে নেমে স্কুলছাত্রীর মৃত্যু

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় পদ্মা নদীতে গোসল করতে নেমে আন্না খাতুন
(১৩) নামে এক স্কুলছাত্রীর মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে উপজেলার চর গোলাপনগর ভাঙা পাড়ায় এ ঘটনা ঘটে।

আন্না খাতুন উপজেলার চর গোলাপনগর ভাঙা পাড়া গ্রামের মো. আনোয়ার হোসেনের মেয়ে দামুদিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহিরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, আন্না খাতুনসহ সমবয়সী তিনজন আজ সকালে বাড়ির পাশে পদ্মা নদীতে গোসল করতে যায়। নদীতে নামার পর হঠাৎ সে পানিতে তলিয়ে যায়। এ সময় তার সঙ্গে থাকা ফাতেমা খাতুন (১২) এগিয়ে যায়। সেও ডুবে যেতে লাগলে তাদের সঙ্গে থাকা সাত বছর বয়সী ইতি খাতুন স্থানীয়দের ডাকাডাকি শুরু করেন। পরে স্থানীয়রা নদীতে নেমে তাদের উদ্ধার করেন। পরবর্তীতে চিকিৎসক আন্না খাতুনকে মৃত ঘোষণা করেন।

কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বালু উত্তোলন: লাখ টাকা জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার সীমান্তবর্তী পদ্মা নদীতে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারী দুই ব্যক্তিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল বুধবার পদ্মা নদীর হাডিঞ্জ ব্রিজ ও সাঁড়া এলাকায় যৌথভাবে এ অভিযান পরিচালনা করেন ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকাশ কুমার কুণ্ডু।

অভিযানে ভেড়ামারার ফয়েজুল্লাহপুর গ্রামের ইদ্রিস প্রামাণিকের ছেলে আরিফুল ইসলামকে ৫০ হাজার এবং রাইটা গ্রামের বজলু মহলদারের ছেলে রফিকুল ইসলামকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকাশ কুমার কুণ্ডু বলেন, অবৈধ বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। তারা যতই শক্তিশালী হোক না কেন তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

এদিকে, কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বালু উত্তোলন করায় অভিযান চালিয়েছে সদর ও মিরপুর উপজেলা প্রশাসন।

গতকাল বুধবার সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন স্পটে এই অভিযান পরিচালিত হয়। তবে একই সময়ে কুষ্টিয়া সদর ছাড়াও ভেড়ামারা ও মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। সম্প্রতি মিডিয়ায় কুষ্টিয়ার পদ্মা নদী থেকে ১১ পয়েন্টে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করছে ১১ প্রভাবশালী। ওই সংবাদের পর নড়েচড়ে বসে স্থানীয় প্রশাসন।

ভ্রাম্যমাণ অভিযান সূত্রে জানা যায়, কুষ্টিয়ার পদ্মা নদীর ১১টি স্পট থেকে প্রভাবশালী মহল অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে সরকারের শতকোটি টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে এই বালুখেকো প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি বিভিন্ন মিডিয়ায়

প্রচার হওয়ায় নড়েচড়ে বসে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। তারই অংশ হিসেবে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের নির্দেশে বুধবার সকাল থেকেই এই অভিযান শুরু করে প্রশাসন।

উপজেলা প্রশাসন ছাড়াও অভিযানে যৌথভাবে নেতৃত্ব দেন পানি উন্নয়ন বোর্ড ও নৌ পুলিশ সদস্যরা। অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানান নিজ নিজ উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে নৌ-পুলিশের উপ-পুলিশ পরিদর্শক গোলাম মোস্তফা বলেন, কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের ফয়জুল্লাহপুরে পদ্মার পাড়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের অভিযোগে দুইজনকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ১ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য উপজেলায় ‘যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। তবে এই অভিযান চলাকালে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের নদীতে পাওয়া যায়নি। কোনোভাবে হয়ত অভিযানের কথা জানতে পেরে তারা পালিয়েছে, চলমান এই অভিযানে স্পটে বালু উত্তোলনরত অবস্থায় পাওয়া গেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে’।

অভিযান শেষে কুষ্টিয়া সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাধন কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘পদ্মা নদী থেকে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন বন্ধে মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা আছে। সেজন্যই মূলত আজকের এই অভিযান। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে যৌথভাবে গঠিত মনিটরিং টিম এই অভিযান পরিচালনা করছেন। চলমান এই অভিযান নিয়মিত চলতে থাকবে।’